সাতদিন

৭ ফেব্রুয়ারি: কিশোরগঞ্জে বিএনপি-আওয়ামী লীগে সংঘর্ষ। পুলিশের গুলিতে ১ জন নিহত ও ১২ জন আহত হয়।

৮ ফেব্রুয়ারি : কারওয়ান বাজারের ওয়াসা ভবনে অগ্নিকান্ডে অর্ধশতাধিক আহত হয়।

চট্টগ্রামে কীটনাশক মিশ্রিত ওষুধ পানে ৭০ জন অসুস্থ হয়ে পড়ে।

৯ ফেব্রুয়ারি : বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে গ্যাসলাইন নেয়ার বিষয়ে ঢাকার সঙ্গে আলোচনা করতে ভারতের মন্ত্রিসভা অনুমতি দেয়।

১০ ফেব্রুয়ারি : গ্রেনেড হামলা তদন্তে একজন এফবিআই কর্মকর্তার ঢাকায় আগমন।

১১ ফেব্রুয়ারি : খুলনা প্রেসক্লাবে বোমা হামলায় আহত সাংবাদিক শেখ বেলাল উদ্দিন মারা যান।

১২ ফেব্রুয়ারি : বাংলাদেশ ফুটবল ইতিহাসের অন্যতম সেরা ডিফেন্ডার মোনেম মুন্না ইন্তেকাল করেন।

খুলনায় ফেরির ধাক্কায় ট্রলারডুবি। এতে নিখোঁজ ২২ যাত্রীর মৃত্যুর আশঙ্কা করা হচ্ছে।

১৩ ফেব্রুয়ারি : খাদ্য, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা উপমন্ত্রী আসাদুল হাবিব দুলু জাতীয় সংসদে বলেন, ১৭ ফেব্রুয়ারি থেকে সারা দেশে খোলাবাজারে চাল বিক্রি (ওএমএস) শুরু হবে।

রাজধানীতে ৬টি গাড়িতে অগ্নিসংযোগ ও ব্যাপক বোমাবাজির ঘটনা ঘটে।

বাংলাদেশ সাংবাদিক নির্যাতনের দেশ

খুলনায় সাংবাদিকদের প্রতিবাদ মিছিল

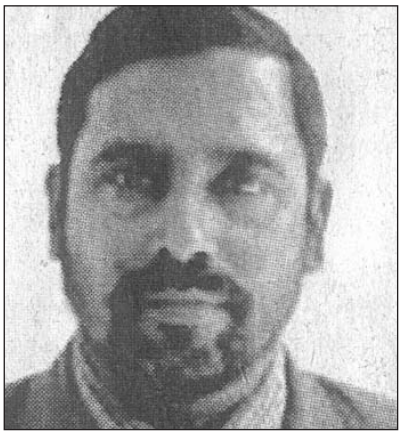

নিহত সাংবাদিক বেলাল উদ্দিন

সাংবাদিকদের ওপর চলছে নির্যাতন। ঘটছে হত্যাকান্ড। দেশের দক্ষিণাঞ্চলের সাংবাদিকরা এখন দারুণ নিরাপত্তাহীন বোধ করছে। মানিক সাহা, হুমায়ূন কবীর বালুর নির্মম হত্যার পর প্রাণ হারালেন শেখ বেলাল উদ্দিন। সাংবাদিকদের ওপর শুধু সন্ত্রাসী হামলাই চলছে না, রাষ্ট্রীয়ভাবে নানা নির্যাতন চলছে। পুলিশ প্রায়ই পেশাগত দায়িত্ব পালনের সময় সাংবাদিকদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে।

সাংবাদিকদের ওপর সন্ত্রাসী রাষ্ট্রীয় নির্যাতন আগেও হয়েছে। গত কয়েক বছর এ নির্যাতনের মাত্রা বেড়েই চলছে। একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সংবাদপত্র সংবিধানের চতুর্থ স্তম্ভ। স্বাধীন দেশ ও বিকাশমান গণতন্ত্রের জন্য মুক্ত ও স্বাধীন সংবাদপত্রের বিকল্প নেই। সংবাদপত্র ও সাংবাদিক যদি বিপন্ন হয়, নিরাপত্তাহীন হয়, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র বিপন্ন হয়।

দেশের সন্ত্রাসীদের হাতে অত্যাধুনিক অস্ত্র রয়েছে। অস্ত্র রয়েছে পুলিশের হাতেও। সাংবাদিকদের হাতে শুধুই কলম থাকছে। এ কলম দিয়েই সে সমাজের অসঙ্গতি তুলে ধরতে সদা চেষ্টা করে চলছে। অথচ ক্ষুব্ধ পক্ষ তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ব্যবহার করছে। তাদের কলমের গতি রুদ্ধ করে দেয়ার চেষ্টা করছে। সাংবাদিকদের নিরাপত্তা দেয়ার দায়িত্ব রাষ্ট্রের ও সমাজের। এ কাজটি রাষ্ট্র করতে ব্যর্থ হলে রাষ্ট্রের পরিণতি হবে ভয়াবহ। রাষ্ট্র অন্ধকারাচ্ছন্নের দিকে ধাবিত হবে। একটি গণতান্ত্রিক সমাজের বিকাশের স্বার্থেই সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। এ কাজটি না করতে পাবার অজুহাত চলবে না। সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। তা না হলে সাংবাদিক নির্যাতনের দেশ হিসেবে পৃথিবীর বুকে বাংলাদেশের পরিচিতি শুধু বাড়বেই।

রক্তাক্ত ভ্যালেন্টাইন ডে

ভ্যালেন্টাইন ডের শেষ প্রহর রক্তাক্ত হয়ে উঠল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসিতে ভ্যালেন্টাইন ডে উপলক্ষে ডিবেটিং সোসাইটি আয়োজিত অনুষ্ঠানে বোমা বিস্ফোরিত হয়েছে। বোমা বিস্ফোরণে মারাত্মক আহত ১০ জনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হয়েছে। কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। রাত সাড়ে ৭টার দিকে সংঘটিত নৃসংশতার পর টিএসসির পুরো চত্বর বিডিআর, পুলিশ ও র‍্যাব ঘিরে রেখেছে। রক্তাক্ত জুতা-স্যান্ডেল পড়ে রয়েছে। বোমা বিস্ফোরণের প্রতিবাদে রাজু ভাস্কর্যে ছাত্রদল সমাবেশ করেছে। সমাবেশ থেকে কেন্দ্রীয় নেতারা উত্তপ্ত বক্তব্য রাখছে। ঘটনার জন্য ছাত্রলীগকে দায়ী করে তাদের জন্য ক্যাম্পাস নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।

বইমেলা, ভ্যালেন্টাইন ডে উপলক্ষে হরতালের মধ্যেও টিএসসি ছিল বেশ জমজমাট। কিন্তু আকস্মিক ঘটনায় দিগ্বিদিক ছোটাছুটি করতে থাকে আগন্তুকরা। ভালোবাসা দিবসে এমন ন্যক্কারজনক ঘটনা সবাইকে হতবাক করে দিয়েছে।

বাপেক্সে দুর্নীতি চলছেই

খোন্দকার তানভীর জামিল

বাপেক্স অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো (অর্গানোগ্রাম) অনুযায়ী শূন্য পদের চেয়ে অতিরিক্ত ৫৮ জনসহ মোট ১৪১ জন কর্মকর্তা নিয়োগে নজিরবিহীন দুর্নীতির ঘটনা শেষ পর্যন্ত ধামাচাপা পড়ছে। এর জন্য মূলত পেট্রোবাংলার তিন কর্মকর্তার সমন্বয়ে গঠিত তদন্ত কমিটি দায়ী বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এছাড়া দুর্নীতিবাজ চক্রটি বাপেক্সের কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা-২০০২ মোতাবেক বিভিন্ন কারিগরি পদে দক্ষ ও অভিজ্ঞ কর্মচারীদের পদোন্নতি থেকে বঞ্চিত করে সরাসরি অদক্ষ লোক নিয়োগের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করেছে। ইতিমধ্যে ২৩টি পদে মৌখিক পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। খুব শিগগিরই বাছাইকৃত প্রার্থীদের নিয়োগ দেয়া হবে। বাকি তিনটি পদে মৌখিক পরীক্ষা এ মাসেই হবে বলে জানা গেছে। এরপর এ পদগুলোতে নিয়োগ দেয়া হবে। এদিকে এই ২৬টি কারিগরি পদে সরাসরি কর্মচারী নিয়োগকে কেন্দ্র করে বাপেক্স কার্যালয়ে চাপা অসন্তোষ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে। কারণ বাপেক্সের কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা-২০০২ মোতাবেক ২৬টি পদের মধ্যে মাত্র ৭টি পদে ১০০% কর্মচারী সরাসরি নিয়োগের বিধান রয়েছে। দুটি পদে ৬৭% সরাসরি এবং ৩৩% পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগের কথা উল্লেখ আছে। আর কূপ খননের কাজে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ডেরিকম্যান, রিগম্যান, অপারেটর সিমেন্টেশনসহ মোট ১৭টি পদেই ৬৭% পদোন্নতি এবং ৩৩% সরাসরি লোক নিয়োগের নিয়ম আছে। এর প্রধান কারণ হচ্ছে, মাঠ পর্যায়ে তেল ও গ্যাস কূপ খননের কাজে বিশেষ ধরনের কারিগরি দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা প্রয়োজন। কিন্তু এ কাজে প্রশিক্ষণ নেয়ার কোনো ব্যবস্থা নেই বাংলাদেশে। দেশী বা বিদেশী তেল-গ্যাস অনুসন্ধান কোম্পানিতে কাজ করে অভিজ্ঞতা অর্জনই একমাত্র পথ। গত ৪২ বছরের পথ পরিক্রমায় এ কাজে বাপেক্সের মেধাবী কর্মকর্তা-কর্মচারীরা হয়ে উঠেছেন দক্ষ ও অভিজ্ঞ। এদের অনেকে সরকারি খরচে বিদেশ থেকে বিভিন্ন সময় প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ নিয়ে এসেছেন। এর ফলে তেল-গ্যাস বিদেশী কোম্পানিগুলোর অনুসন্ধান কাজে সাফল্যের অনুপাত ১০ঃ১, সেখানে বাপেক্সের অনুপাত ৩ঃ২। এছাড়া একটি কূপ খনন করতে বাপেক্সের সর্বোচ্চ ব্যয় হয় ১০০ কোটি, সেখানে বিদেশী কোম্পানিগুলো খরচ দেখায় ৫ গুণ অর্থাৎ ৫০০ কোটি টাকা। সর্বোপরি, বিদেশী কোম্পানিগুলো যেসব গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কার করে, তা আন্তর্জাতিক মূল্যে ডলারে ক্রয় করতে গিয়ে প্রতি বছর হাজার হাজার কোটি টাকার ভর্তুকি দিতে হচ্ছে সরকারকে। অথচ জাতীয় সম্পদ তেল-গ্যাস অনুসন্ধান, খনন, উত্তোলন ও উৎপাদন কাজে এ দেশের একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান বাপেক্সে সফলতার হার ৪০%, যা আন্তর্জাতিক মানদন্ডের চেয়ে বেশি। এর ফলে এ দেশের তেল-গ্যাস লুণ্ঠনকারী দেশী-বিদেশী চক্রের চক্ষুশূলে পরিণত হয়েছে এবার বাপেক্স। প্রতিষ্ঠানটিকে একটি শ্বেতহস্তীতে পরিণত করতে নজিরবিহীন অনিয়মের মাধ্যমে ইতিমধ্যে ১৪১ জন কর্মকর্তাকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। আর এ চক্রান্তের ষোলকলা পূর্ণ করতে এবার একইভাবে কর্মচারী নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে। এর ফলে বাপেক্স অদক্ষ, মেধাশূন্য ও অথর্ব প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে। এই অজুহাত দেখিয়ে গ্যাসকূপগুলো তুলে দেয়া হবে বিদেশী কোম্পানিগুলোর হাতে। ফলে দেশীয় সম্পদ কিনতে হবে হাজার কোটি টাকা ভতুর্কি দিয়ে। অথবা তাদের অদক্ষতা ও অনভিজ্ঞতার ফলে মাগুরছড়া টেংরাটিলার মতো ভয়াবহ অগ্নিকান্ড ঘটবে। আগুনে পুড়বে হাজার হাজার কোটি টাকার গ্যাস। নাইজেরিয়ার পথে হাঁটছে বাংলাদেশ।

চট্টগ্রামে ক্লোজআপ ফটো কনটেস্ট

'এ দেশের জন্য অসাধারণ সম্মান এনেছে আলোকচিত্র পেশা। অথচ এ দেশে এ মাধ্যমটি একেবারেই অবহেলিত। এ মাধ্যমের শিল্পীরা ভালোবাসার কারণে কাজ করছেন। ছবির জগৎ একেবারেই ভিন্ন। এর ভাষা জানা এবং বোঝা শ্রেষ্ঠ শিল্পীর গুণ। বর্তমান অস্থির সময়ের অন্যতম সাক্ষী হতে পারে ফটোগ্রাফি। শুধু ক্যামেরা 'ক্লিক' করলেই চলবে না, মননশীল মন নিয়ে এর বিষয়বস্তু ধারণ করতে হবে। বাংলাদেশের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ফটোগ্রাফি নিয়ে পড়ালেখার সুযোগ নেই- এরচেয়ে লজ্জার কিছু হতে পারে না।' আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আলোকচিত্রী ও দৃক গ্যালারির প্রতিষ্ঠাতা ড. শহীদুল আলম এ বক্তব্য দেন গত ১১ ফেব্রুয়ারি ক্লোজআপ আলোকচিত্র প্রতিযোগিতার নির্বাচিত ছবির প্রদর্শনী উদ্বোধনকালে।

চট্টগ্রামের উদীয়মান ও প্রতিশ্রুতিশীল আলোকচিত্রী প্রতিভার খোঁজে ইউনিলিভার বাংলাদেশ লিমিটেড আয়োজিত প্রতিযোগিতায় নির্বাচিত ৫৫ জন আলোকচিত্রীর ১০৬টি ছবি থেকে ১৮টি ছবি চূড়ান্ত পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছে। চট্টগ্রাম থিয়েটার ইউনিফর্ম হলে গত ১১ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৩ ফেব্রুয়ারি সকাল ১০টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত এ প্রদর্শনী উন্মুক্ত ছিল দর্শকদের জন্য। ১৩ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা ৭টায় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন দৈনিক আজাদী সম্পাদক এম এ মালেক, বিশেষ অতিথি ছিলেন ড. শহীদুল আলম, ইউনিলিভারের প্রোডাক্ট ম্যানেজার মাহমুদ হাসান খান, গ্রাফিটি প্রাইভেট লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আতিকুল ইসলাম চৌধুরী। প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ তিনজন হচ্ছেন- প্রথম এ বি এম মহিউদ্দিন, দ্বিতীয় ধীমান চাকমা হীরক, তৃতীয় জুনায়েদ রহমান। সম্মানসূচক পুরস্কারপ্রাপ্ত পাঁচজন হলেন- এনামুল হক মঈন, পুলক কান্তি বড়ুয়া, মোঃ ইব্রাহিম, অনুরূপ কান্তি দাশ এবং এ বি এম মহিউদ্দিন। আরো যারা পুরস্কৃত হয়েছেন- ডেইলি স্টারের আলোকচিত্রী জোবাইর হোসাইন সিকদার, মোরশেদ হিমাদ্রি, জুনায়েদ রহমান, উজ্জ্বল কান্তি ধর, কানন বড়ুয়া, রূপ কান্তি দেব, অনুরূপ কান্তি দাশ, ধীমান চাকমা হীরক, মোঃ রাশেদুল আলম। এ আলোকচিত্রীরা কৃতিত্বের সনদের জন্য মনোনীত হয়েছেন।

সুমি খান

দুর্নীতির আখড়া

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

রিপোর্ট : **জয়ন্ত আচার্য**

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছে। নিয়ম বহির্ভূতভাবে চলছে নিয়োগ ও পদোন্নতি। গত তিন বছরে সহস্রাধিক লোককে বিভিন্ন পদে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এতে মোটা অঙ্কের অর্থের লেনদেন হয়েছে। স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল অধিদপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পের গাড়ি নিয়েও চলছে তুঘলকি কান্ড। স্থানীয় সরকার প্রকৌশলী অধিদপ্তর থেকেই স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের বিলাসবহুল জীবনের ব্যয় বহন করা হচ্ছে। মন্ত্রণালয় প্রকৌশল অধিদপ্তরের গাড়ি নানাভাবে ব্যবহার করে। সবচেয়ে অবাক হবার বিষয়, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের কর্মকর্তরা দিনে নয়, রাতে অফিস করেন।

প্রতি মাসে ওভারটাইম বাবদ মোটা অঙ্কের বিল বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা তুলে নেন।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর স্থানীয় পর্যায়ে স্থানীয় সরকারের অবকাঠামো উন্নয়ন তথা রাস্তা, বাঁধও হাটবাজার নির্মাণের কাজ করে থাকে। প্রতি বছর হাজার কোটি টাকার কাজ এ অধিদপ্তরের মাধ্যমে হয়ে থাকে। সূত্র জানায়, এ অর্থের প্রায় ৩০ ভাগ শুধু মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের মধ্যে ভাগবাটোয়ার হয়ে যায়। ঠিকাদারদের শতকরা ৩০ ভাগ ছেড়েই দিতে হয়। কখনো এ হার ৪০-এর কোঠায় গিয়েও দাঁড়ায়। তবে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরে দুর্নীতির নেটওয়ার্ক ক্রমেই প্রসারিত হচ্ছে।

অভিযোগ রয়েছে, সহকারী প্রকৌশলী (প্রশাসন) আব্দুর রউফ নিয়োগ ও বদলির নামে স্থানীয় সরকার প্রকৌশলী অধিদপ্তরের বিভিন্ন কর্মকর্তা ও কর্মচারীর কাছ থেকে হাতিয়ে নিচ্ছেন অর্থ। এ কারণে তাকে ঘিরে অধিদপ্তরে চলছে চরম ক্ষোভ। অনিয়ম তদন্তের জন্য দুর্নীতি দমন ব্যুরোতে আবেদনও করা হয়েছে। অপর উপ-সহকারী প্রকৌশলী সাইফুল ইসলামের প্রচন্ড দাপট চলছে অধিদপ্তরে। প্রধান প্রকৌশলীর সঙ্গেও রয়েছে তার বেশ সখ্যি। তিনি ঢাকায় দুটি ফ্ল্যাট ও একটি ছয় তলা বাড়ির মালিক বলে একটি সূত্র দাবি করেছে। শুধু সাইফুল ইসলামই নন, প্রকৌশল অধিদপ্তরের অধিকাংশ কর্মকর্তা ও প্রকৌশলীর ঢাকায় ফ্ল্যাট ও বাড়ি রয়েছে।

প্রকৌশল অধিদপ্তরে বন্যার ক্ষয়-ক্ষতি নিয়েও চলেছে লুকোচুরি। অভিযোগ রয়েছে, ক্ষতি হয়নি এমন রাস্তাও মেরামতের জন্যর অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। সামান্য কাজ করে মোটা অঙ্কে অর্থ লোপাট হয়েছে।

সূত্র জানায়, গত তিন বছরে স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল অধিদপ্তরে নিয়ম বহির্ভূতভাবে চলছে গণ নিয়োগ। এমনকি সাবেক প্রধান প্রকৌশলী কামরুল ইসলাম সিদ্দিকীর স্বাক্ষর জাল করেও নিয়োগের ঘটনা ঘটেছে।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরে সবচেয়ে অনিয়ম ঘটেছে বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য ব্যবহৃত গাড়িতে। এসব গাড়ি শুধু অফিসের কাজেই নয়, পরিজনের কাজেও হরহামেশা ব্যবহৃত হচ্ছে। কোনো কর্মকর্তা দু-তিনটি গাড়িও ব্যবহার করছেন। ড্রাইভার নিয়োগ, তাদের ডিউটি নিয়েও চলছে অনিয়ম। প্রকৌশল অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা দিনে নয়, সন্ধ্যা পর থেকে অফিস করেন। প্রধান প্রকৌশলীও প্রায় বিকেলের দিকে অফিসে আসেন। রাত যত গভীর হয়, অধিদপ্তর ততই জমে ওঠে।

সূত্র জানায়, এ কারণে প্রতি মাসে কর্মকর্তা-কর্মচারী ও ড্রাইভাররা ওভারটাইম বাবদ মোটা অঙ্কে বিল তোলেন।

কার্যত স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর দুর্নীতির ডিপোতে পরিণত হয়েছে। এই কর্মকর্তাদের দুর্নীতির দায়ভার গিয়ে পড়ছে স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের ওপর। জনগণ মনে করছে, বরাদ্দকৃত অর্থ স্থানীয় প্রতিনিধিরাই লুটপাট করছে। এজন্যই কাজ খারাপ হচ্ছে। অনুসন্ধানে দেখা গেছে, বরাদ্দকৃত অর্থের অর্ধেক গিয়েও পৌঁছায় না মাঠ পর্যায়ে স্থানীয় অবকাঠামো উন্নয়ন কাজের জন্য। ঠিকাদারদের এই অর্ধেক বরাদ্দের মাধ্যমেই করতে হচ্ছে পুরো কাজ। পর্যবেক্ষকরা মনে করেন, এ নিয়ম বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। স্থানীয় সরকারের অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ টাকা সরাসরি স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের হাতে তুলে দেয়া প্রয়োজন।